Study Material for Semester- Vi
Paper – International Relation after 2nd World War
Given By- Suvendu Saha, (Assistant Prof) Dept. of Historty,
Bidhan Chandra College, Asansol

# আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির লালসা যে কতখানি মারাত্মক ছিল তার উজ্জ্বল উদাহরণ হল আফ্রিকা মহাদেশের উপর তাদের নির্লজ্জ আচরণ। বিশাল মহাদেশ আফ্রিকাকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের সুবিধামত ভাগ করে নিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আফ্রিকার জনগণ মুক্তি আন্দোলন শুরু করেছিল। এই জাতীয় আন্দোলনের পরিণতিতে অনেক শৃঙ্খলামুক্ত নতুন নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল।

ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, ইতালি প্রভৃতি দেশ আফ্রিকায় বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কালে এই উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করেছিল। ইতালি বহুদিন ধরে ইথিওপিয়া কে দখলের চেষ্টা করেছিল। ১৯৩১ সালে মুসোলিনী ইথিওপিয়া কে সাম্রাজ্যভুক্ত করলেও ১৯৪১ সালে ইতালির পরাজয়ের পর ইথিওপিয়া স্বাধীনতা লাভ করেছিল।

মরক্কো ছিল ফ্রান্সের উপনিবেশ । তারা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরু করেছিল। পুরানো রিফ (Riff) আন্দোলনের ঐতিহ্য এবং বিশেষ করে ফ্রান্সের কাছ থেকে লেবানন এবং সিরিয়ার স্বাধীনতা লাভের স্বীকৃতি মরক্কো কে স্বাধীনতার জন্য অনুপ্রানিত করেছিল। মরোক্কার স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল 'ইস্তিকলাল' নামক একটি রাজনৈতিক দল। এখানকার শ্রমিক শ্রেণী স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। শেষপর্যন্ত ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে ফ্রান্স মরক্কোর স্বাধীনতা মেনে নিয়েছিল।

আলজেরিয়া ছিল ফরাসীদের সেরা উপনিবেশ। এখানে বহু ফরাসী নাগরিক বসবাস করেছিলেন। ফ্রান্স আলজেরিয়া কে অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়েছিল। আলজেরিয়া আরও সুযোগ সুবিধা দাবী করলে ফরাসী সরকার রাজি হয়নি। আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম উত্তাল হয়ে উঠেছিল। National Liberation Front এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল। ফরাসী সরকার দমননীতি প্রয়োগ করেও এই আন্দোলন কে দমন করতে পারেনি। ১৯৬১ সালে গণভোট হলেও এর সমাধান হয়নি। শেষপর্যন্ত ফ্রান্স

১৯৬২ সালের জুলাই মাসে আলজেরিয়া কে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়েছিল। আলজেরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ছিলেন আহম্মদ রিন বেল্লা।

জাতীয় আন্দোলনের চাপে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনও তার উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে ব্রিটিশরা সুদান কে স্বাধীনতা দিয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত গোল্ড কোস্টে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন কউম নক্রুমা। ১৯৪৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বদেশে ফিরে এসে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। Convention People's Party নামক রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাকে কারারুদ্ধ করে এই স্বাধীনতা আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা কেরেছিল। ১৯৫৭ সালে ব্রিটিশ সরকার গোল্ড কোস্ট কে ব্রিটিশ সরকার স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়েছিল। স্বাধীনতার পর গোল্ড কোস্ট, ঘানা নামে পরিচিত হয়েছিল। স্বাধীন ঘানার প্রথম প্রধান মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছিল নক্রুমা।

১৯৬০ এর দশকে বহু আফ্রিকান রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করেছিল। ১৯৬০ সালে সেনেগাল তার স্বাধীনতা লাভ করেছিল। ১৯৬০ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছিল নাইজেরিয়া। আয়তনের দিক থেকে এই দেশ টি ছিল বৃহৎ এবং এখানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোক বসবাস করতো। ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা লাভ করে সোমালিল্যান্ড, স্বাধীনতার পর এর নাম হয় সোমালিয়া। ১৯৬০ সালে ফরাসিরা মাদাগাস্কার স্বাধীনতা কে স্বীকার করে নেয়। ১৯৬১ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতার আশ্বাস পেয়েছিল সিয়েরা লিওন। ঐ বছরই টাঙ্গানাইকাও স্বাধীন হয়েছিল। ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে ব্রিটিশরা উগান্ডা কে স্বাধীনতা দিয়েছিল। উগান্ডার স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ছিলেন মিল্টন ওবোতে। তিনি Uganda People's Congress নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন।

১৯৬৩ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছিল কেনিয়া। কিকুই ছিল ওখানকার সংখ্যা গরিষ্ঠ জাতি। তারাই শুরু করেছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ১৯৪৮ সালে তারা গঠন করেছিল মাউ-মাউ (Mau-Mau) নামে এক গুপ্ত সমিতি, যারা শুরু করেছিল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। আর ব্রিটিশ সরকার নির্মম ভাবে তা দমন করেছিল। কেনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ছিলেন জেমো কেনিয়াটা, তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। তার নেতৃত্বে কেনিয়া ১৯৬৩ সালে স্বাধীনতা লাভ করে।

১৯৬৪ সালে স্বাধীনতা লাভ করেছিল উত্তর রোডেশিয়া। স্বাধীনতার পর তার নাম হয়েছিল জাম্বিয়া। এখানকার স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ছিলেন কেনেথ কাউঙ্গা। তিনি United National Independence party বা UNIP গঠন করেছিলেন। এই দলের নেতৃত্বে উত্তর রোডেশিয়া বা জাম্বিয়া স্বাধীনতা লাভ করেছিল। ১৯৬৫ সালে দক্ষিণ রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ দের নেতা ইয়ান স্মিথ ব্রিটিশদের

অনুমতি ছাড়াই স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও সেই স্বাধীনতা কে ওখানকার কৃষ্ণবর্ণের মানুষরা মেনে নিতে পারেনি। তারা লাগাতর আন্দোলন চালিয়ে রবার্ট মুগাবের নেতৃত্বে স্বাধীনতা পেয়েছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্ত দক্ষিণ রোডেশিয়ার নাম হয়েছিল জিম্বাবোয়ে। ১৯৭৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের মোজাম্বিক এবং ১৯৭৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের অ্যাঙ্গোলা পর্তুগীজদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

দীর্ঘদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষী সরকার মানবতাবাদ বিরোধী কাজ করেছিল। ১৯১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাধীন হয়েছিল, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনভার গ্রহণ করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ইংরেজগণ। তারা ছিল সংখ্যালঘু কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের কোন ভূমিকা ছিল না। তাদের কাছে এই স্বাধীনতা ছিল মূল্যহীন। ১৯৪৮ সালে ন্যাশনালিস্ট দল ক্ষমতায় এলে বর্ণবৈষম্য চরম আকার ধারন করে। কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। ১৯৬০ সালে জোহানসবার্গে শ্বেতাঙ্গ সরকার কালো মানুষের রক্তে মাটি ভিজিয়ে দিয়েছিল। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম শুরু করেছিল। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল নেলসন ম্যান্ডেলা। সরকার এই আন্দোলন কে নির্মম ভাবে দমন করেছিল। ১৯৬৪ তে মেন্ডেলা কে গ্রেপ্তার করা হয় এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস কে বে-আইনি বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৫ তে দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত কবি মোজলেকে ফাঁসি দেওয়া হয়। সারা বিশ্বে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিন্দা শুরু হয়েছিল। ১৯৯০ সালে ম্যান্ডেলা মুক্তি পেয়েছিলেন। ১৯৯৪ সালে নির্বাচন হয়েছিল, এই নির্বাচনে ম্যান্ডেলার দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেয়েছিল এবং তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৯৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ণবাদী শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিসমাপ্তিতে আফ্রিকা মহাদেশের বহু দেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মানবমুক্তির ইতিহাসে আফ্রিকা মহাদেশের নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির জন্ম অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ যুগের সৃষ্টি করেছে। দীর্ঘদিন ধরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গুলি আফ্রিকার মানুষগুলির সাথে যে ছলনা করেছিল তা সভ্যতার ইতিহাসে বিরল ঘটনা। দীর্ঘ সংগ্রামের পরিণতিতে তারা স্বাধীনতা অর্জন করেছে ঠিক কথা কিন্তু তারা সমস্যা থেকে মুক্তি পায়নি।